মাদারীপুর সংখ্যালঘু নির্যাতন কিসের আলামত!

তপন বাগচী

দৈনিক সমকালে ৪ মে ২০০৬ 'সন্ত্রাসীদের থাবার নিচে মাদারীপুরে সংখ্যালঘুরা ॥ রাত জেগে পাহারা : নারীরা সদা আতঙ্কে' নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পরিস্থিতি প্রকাশিত খবরের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

প্রতিবেদনের পাশে ছবি ছিল একটি, তাতে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ এলাকার সাধারণ নাগরিকের মানববন্ধন। সমকাল লিখেছে, 'চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ধর্ষণ, জুলুম-নির্যাতন, ছিনতাই, অপহরণ, অস্ত্রের মহড়া এখন রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৩০টি গ্রামের নিত্যসঙ্গী। এলাকায় কালা বাহিনী নামে পরিচিত ৩০-৪০ জনের একদল কালো পোশাক ও মুখোশধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্র"পের হাতে এসব গ্রামের ৫ লাখ হিন্দু নাগরিক জিম্মি হয়ে পড়েছে। এই কালা বাহিনীকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কেউ নেই। পুলিশও এখানে অসহায়।' সংখ্যালঘু হওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর তুলনায় হিন্দুরা তো সংখ্যালঘু। এটি সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে। এখানে দোষ নেই। কিন্তু এটি যদি সংখ্যাতত্ত্বের গ-ি পেরিয়ে মানসিক সংকীর্ণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংকট অনেক। কেবল সংখ্যায় কম বলে কেন একজন হিন্দুর ওপর আক্রমণ হবে? সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয় কেন? এর উত্তর আমার জানা নেই। সমকালের প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। আক্রমণকারীদের পরিচয় বলা হয়েছে যে তারা ডাকাত। অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যাগুর"রা এখানে অভিযুক্ত নয়। সংখ্যা বিচারে সমাজে ডাকাতরাও সংখ্যালঘু। দ্বন্দ্ব এখানে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যালঘু। প্রশ্ন হ"ছে, আমরা যারা সংখ্যাগুর" আছি, তারা কেন প্রতিকারের পদক্ষেপ নি"ছি না। তার চেয়ে বড় কথা, জননিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তারা নীরব কেন?

প্রতিবেদনে উল্লিখিত কদমবাড়ী ইউনিয়নের কদমবাড়ী এক সময় মানুষ ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমাত। এখন এসব ঘটনা অতীত হতে চলছে। এখন প্রতিরাতে ডাকাত আসে। তারা মুখোশ পরে। তাদের চেনা যায় না। রিপোর্টের ভাষ্যমতে, '৫ লাখ হিন্দু নাগরিক জিম্মি হয়ে পড়েছে।' ডাকাতদের তো যেখানে সুযোগ পাবে, সেখানেই ঢুকে পড়ার কথা। কিন্তু তারা শুধু বেছে বেছে হিন্দুবাড়িতে যা"ছ কেন? এটি কিসের আলমত? প্রশ্নটা এখানেই।

হিন্দু সম্প্রদায়ের এনজিওকর্মীর টাকা ছিনতাই ও রাতভর গণধর্ষণ, মা-মেয়েকে একত্রে সারারাত ধর্ষণ, গৃহবধূকে সারারাত ধর্ষণের মতো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু দুর্গম এলাকার কারণে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, মৃধাবাড়ী, কদমবাড়ী, ইকরাবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম মোটেও দুর্গম নয়। পুলিশের ভ্যান যাওয়ার মতো প্রশস্ত রাস্তাও রয়েছে। তাছাড়া পুলিশ দলবলসহ গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্পও পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ডাকাতি হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, পুলিশের সোর্স কি অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে পারছে না? আশার কথা এই যে, গত ২৯ এপ্রিল কদমবাড়ী বাজারে সর্বস্তরের জনগণের উপস্থিতিতে রাজৈর থানার ওসি আমজাদ হোসেন এবং এসআই আবু জাফর একটি 'অপরাধ দমন সভা' করে। এটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তা লোক দেখানো হলে তো সমস্যা কাটবে না। ২৩ এপ্রিল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক্সটারনাল এফেয়ার্স অফিসার গোবিন্দ বরের হরিনগর গ্রামের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এডিবির কর্মকর্তার বাড়িতে ডাকাতি হলে সাধারণ মানুষের বাড়ি কি আর বাকি থাকে? এর পরদিন ২৪ এপ্রিল পাশের গ্রাম আড়ুয়াকান্দির সুভাষ সেনকে ৫০ হাজার টাকাসহ অপহরণ করা হয়। আজো তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। গ্রামের ভেতর থেকে কীভাবে অপহরণ করা হয় সেটাই তো রহস্যজনক। শহরে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর। কিন্তু গ্রামে তো তা সহজ নয়। আমরা কোন দেশে বাস করছি? থানার ওসি জানেন, এমপি জানেন, তারপরও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না কেন, এটি আমাদের ঐকান্তিক প্রশ্ন?

মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ জেলার এই ঘটনাগুলো যে নিছক ডাকাতি নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। কারণ, ডাকাতির পাশাপাশি ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। অপহরণ এবং মুক্তিপণের ঘটনাও রয়েছে। এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার গভীর কোনো ষড়যন্ত্র কি-না, তা ভেবে দেখা দরকার। এলাকার মানুষ এমনিতেই গরিব। ডাকাতরা সহায়-সম্বল নিয়ে গেলে তাদের দিনযাপনই কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানে ঘরের বউ-মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের এই উদ্বেগ মোচনের পথ এখনই খুঁজতে হবে। এলাকায় কখনো ধানের শীষ আর নৌকার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় না। নৌকাই জেতে বিশাল ব্যবধানে। তাই ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্য এই সন্ত্রাস নয়, তা সহজেই অনুমেয়। আওয়ামী লীগ-বিএনপির রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে এই সিরিজ ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে না বলেও ধরে নেওয়া যায়। তাহলে কি গভীর কোনো ষড়যন্ত্র?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন হয়েছে, তেমনি মানববন্ধন হোক দেশজুড়ে। আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দুদের অবস্থা যে কী হবে, ভেবে আমরা এখনই আতঙ্কিত হচ্ছি। একজন মাদারীপুরবাসী হিন্দুর বেদনা হিসেবে চিহ্নিত করলে অবশ্যই কষ্ট পাব। একজন সাধারণ পাঠকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখলেই সুবিচার হতে পারে।

আত্রক্রমণ হ’’ছ সংখ্যালঘুর ওপর। কিন্তু আত্রক্রমণকারীরা সংখ্যাগুর‘‘ নয়। তাদের পরিচয় ডাকাত এবং ধর্ষক। এই ডাকাতদের মধ্যে ‘হিন্দু’ ডাকাত থাকাও বিচিত্র নয়। ডাকাতের ধর্ম ডাকাতি করা। এখানে হিন্দু-মুসলিম বড় পরিচয় করে দেখার সুযোগ নেই। মানুষ আত্রক্রান্স্ন হ’’ছ অমানুষের হাতে। আসুন র‘‘খে দাঁড়াই।

লেখক : কবি ও সাংবাদিক